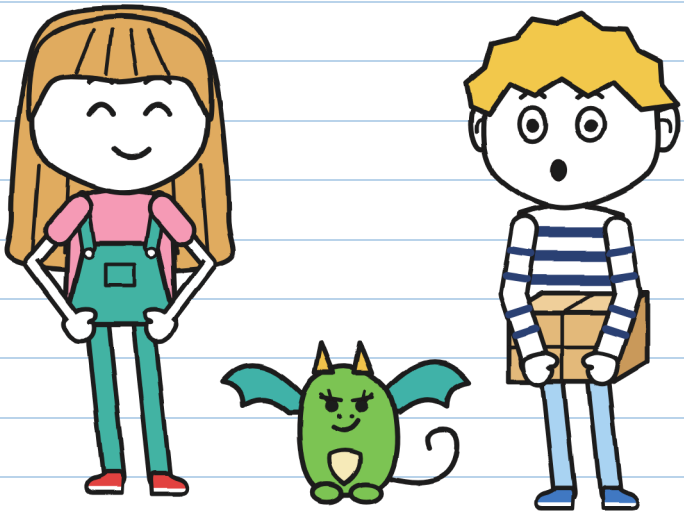
অসম্ভব ডেলিভারি · ১

এই পার্সেলটা কামড়ায়

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ M
মাঝারি স্তর · ৯+

অসম্ভব ডেলিভারি · ১
এই পার্সেলটা কামড়ায়

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ M · মাঝারি স্তর · ৯+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

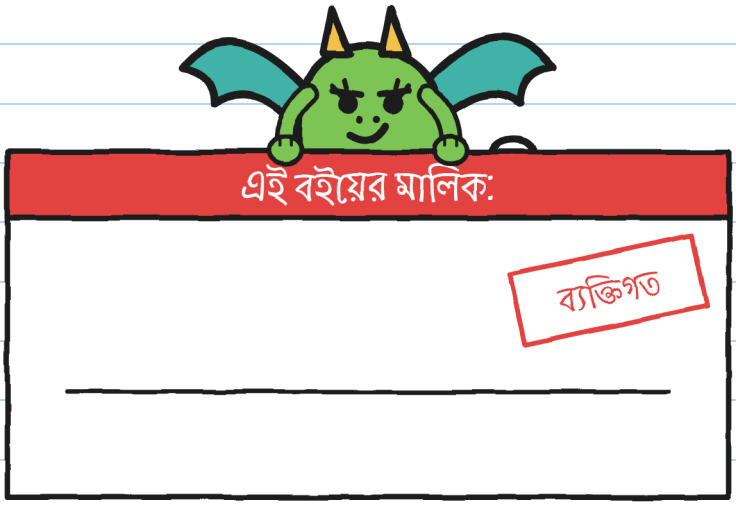
© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

LinguAula

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com

এই বই লেখার সময় কোনো পার্সেল আহত হয়নি। প্রায় কোনোটাই না। -হু.

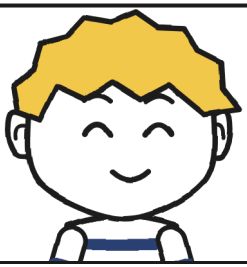


আর অন্য কারও না। -হু.

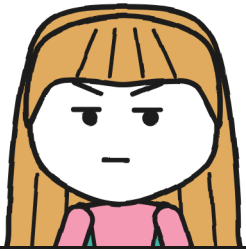
যদি এটা পেয়ে যাও, ভোরের আগে ফিরিয়ে দিয়ো।

টুকরো কামড়ায়, কারণ সে একটা গল্পের ভেতরে থাকে। সত্যিকারের প্রাণীর বেলায় ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

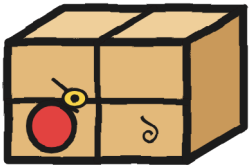
কে কে



গুনি। পাড়ার নতুন ছেলে। ডেলিভারি-বয়, প্রফেশনাল (মোটামুটি)। এই খাতা ওর।



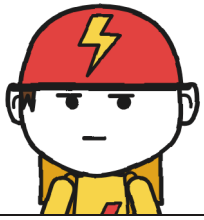
হুলিতা। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না।



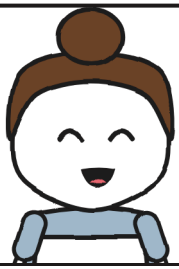
১ নম্বর পার্সেল। গন্তব্য: ড্রাগনদের বাড়ি। নির্দেশ: গরম রাখুন।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। ওঁর নিয়ম মাত্র একটা।



তোনিও। বিজলির ডেলিভারি-বয়। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।



এলিয়া। বেকারির কারিগর। ওঁর বেকারির গ্রিল দিয়ে ওভেনের গরম হাওয়া বেরোয়।

ডেলিভারির খাতা
গুনির

ব্যক্তিগত।

“ব্যক্তিগত ”মানে আগে আমি পড়ব। -হু.

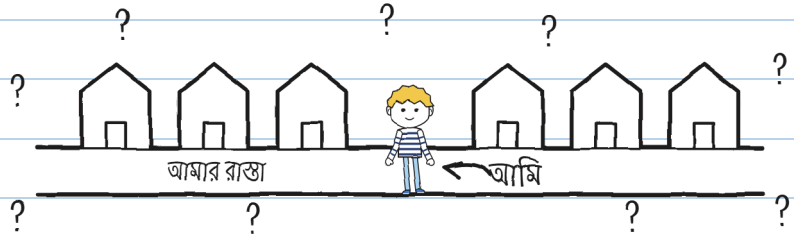


বাড়ি বদলের ১৪ নম্বর বাক্সে লেখা ছিল রান্নাঘর, কিন্তু ভেতরে একটাও চামচ ছিল না। ছিল এই খাতাটা, একটা মোজা আর একটা রাবারের ব্যাঙ, যেটা কারও না।

অধ্যায় ১

যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না

চার দিন হলো এই পাড়ায় এসেছি, আর একটা রাস্তা ইতিমধ্যেই পুরোটা চিনে ফেলেছি।

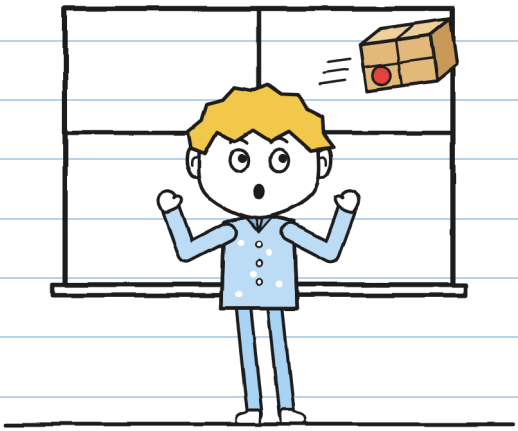


বন্ধু বানানোর আমার প্ল্যান:

১. হ্যালো বলা।
২. ইন্টারেস্টিং কিছু বলা।
৩. ???

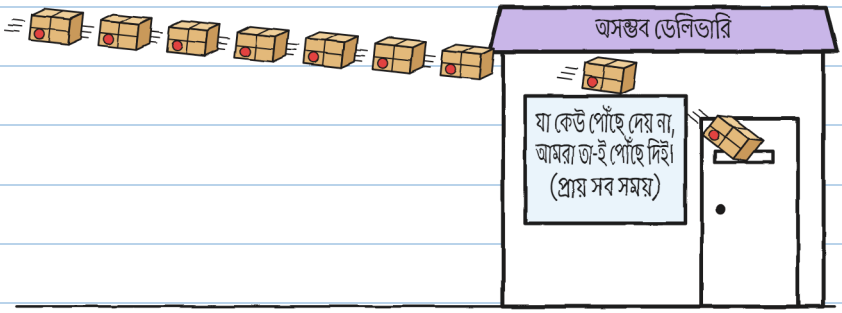
আমি ২ নম্বরে আটকে গেলাম। ৩ নম্বরের কোনো ধারণা নেই।

আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙল এমন কিছুর জন্য, যেটা আমার জানালার সামনে দিয়ে উড়ে গেল।



ওটা একটা পার্সেল ছিল।

তারপর আরেকটা গেল, আর আরেকটা: নয়টা পার্সেল সারি বেঁধে, হাঁসের মতো। ওরা রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের দোকানের ডাকবাক্স দিয়ে ঢুকে গেল। (পরে জেনেছি, বাকি এগারোটা আগেই ফিরে এসেছিল, যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।)

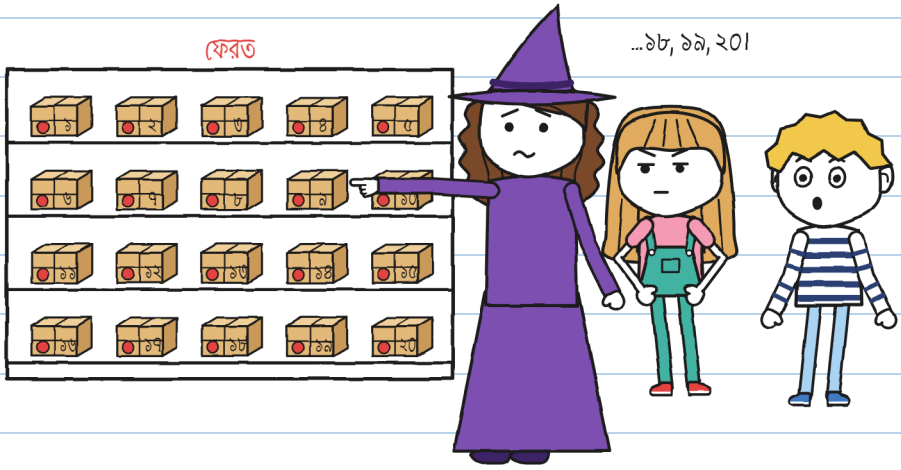


২ নম্বর ধাপ আমার তৈরিই ছিল: "আমি পার্সেল উড়তে দেখেছি।"

ওটা ইন্টারেস্টিং না। এমন তো হরদম হয়।

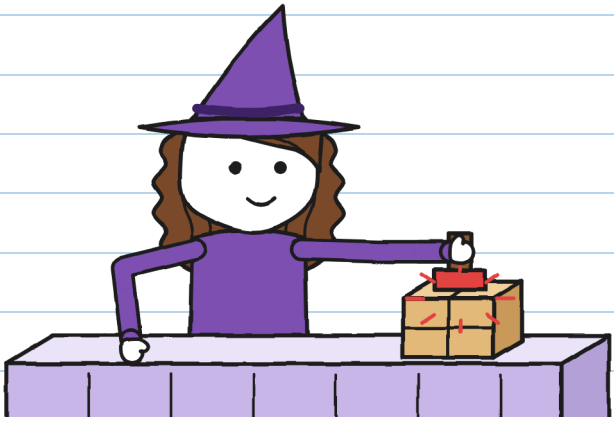
ওই নোটটা লিখেছে হুলিতা, একটা মেয়ে, যার সঙ্গে আজ সকালেই উল্টোদিকের দোকানে আমার আলাপ হয়েছে। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

আমি রাতের পোশাকের ওপরেই ডোরাকাটা সোয়েটারটা চাপিয়ে রাস্তা পার হলাম।

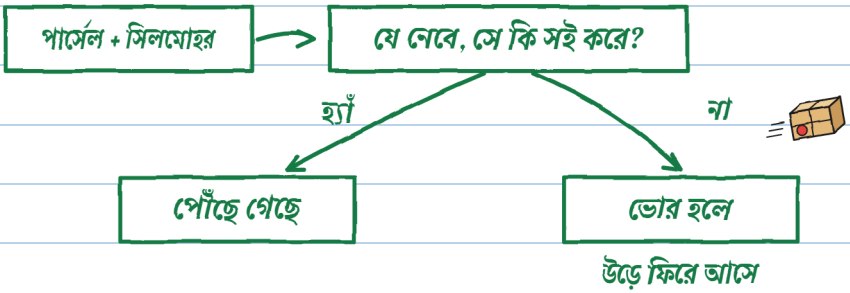


"সবাই ফিরে এসেছে," জাদুকরী বললেন। "আবার।"

জাদুকরীর নাম মারা। ওঁর আছে অসম্ভব ডেলিভারির একটা দোকান আর একটা ঝলমলে সিলমোহর।



হুলিতা আমার নিজের খাতাতেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমার অনুমতি না নিয়েই:



এভাবে কোনো পার্সেল হারায় না। পৌঁছায়ও না।

তাকে আছে ফেরত পার্সেলগুলো: বিশটা পার্সেল, যেগুলো কেউ কখনও পৌঁছে দিতে পারেনি। সবগুলো পাঠান একজনই।

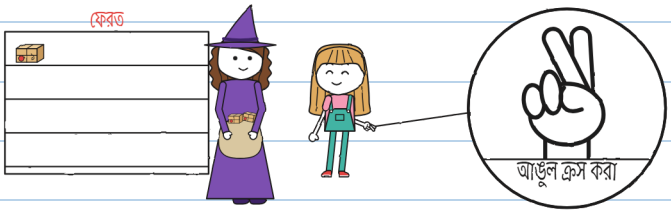
গন্তব্য: ...
প্রেরক: র.

"র. কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"এমন একজন, যার হাতের লেখা খুব খারাপ," মারা বললেন। আর কিছু না।

উনিশটা পার্সেল উনি বস্তায় ভরলেন। সেই রাতে ওঁকে পিয়ানো নিয়ে বাতিঘরে যেতে হতো, যেতে যেতে সবগুলো আরেকবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ভোরে ফিরবেন। শুধু একটা পড়ে রইল।

"ওটা হবে না," মারা বললেন। "নিয়ম একটাই: তাকটা ছুঁয়ো না।"

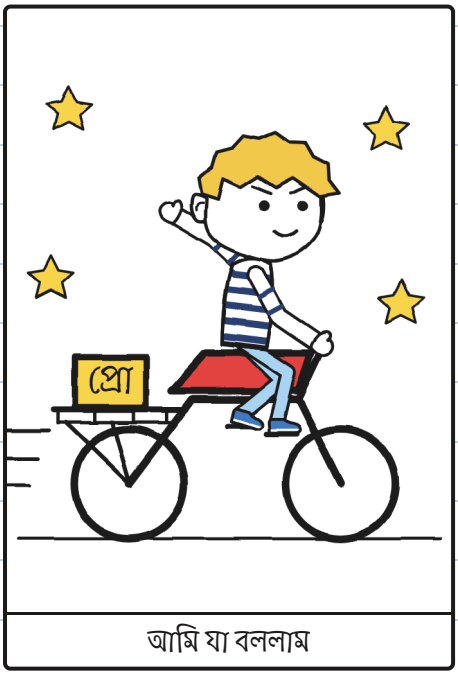
"অবশ্যই," হুলিতা বলল।



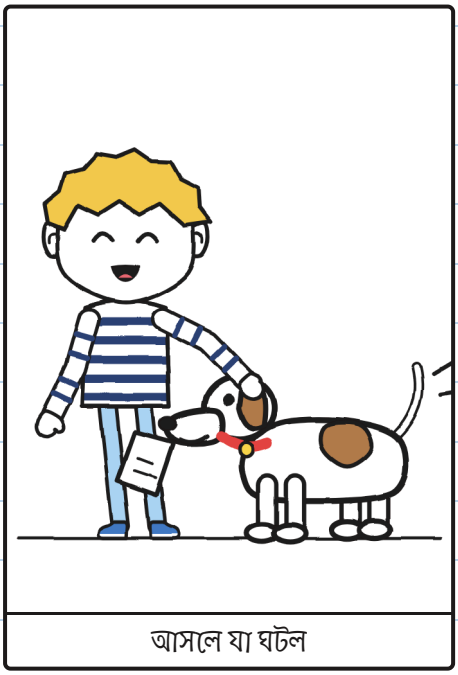
দরজা বন্ধ হতেই হুলিতা আমাকে আপাদমস্তক দেখল।
"তুমি ডেলিভারি করতে জানো?"

আমি তা-ই বললাম, যা লোকে বলে যখন একজন বন্ধু চায়:

"হ্যাঁ। আমার পুরোনো পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয় ছিলাম।"



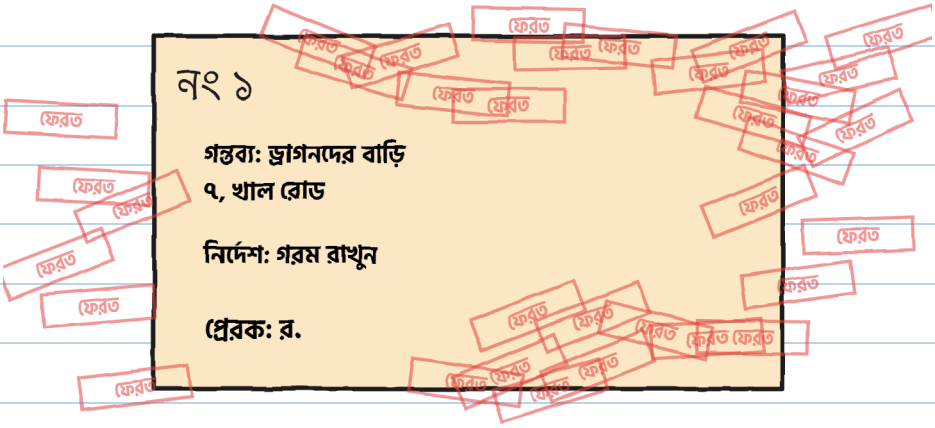
আমি যা বললাম



আসলে যা ঘটল

যাচ্ছেতাই প্রফেশনাল।

হুলিতা বের করল একমাত্র যে পার্সেলটা বাকি ছিল: ১ নম্বর, যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না। ওর হাত একটু কাঁপছিল। আমারও, তবে আমি ভালো লুকিয়েছিলাম: শুধু বোঝা যেত যে আমি সোয়েটারটা উল্টো পরে ফেলেছি।

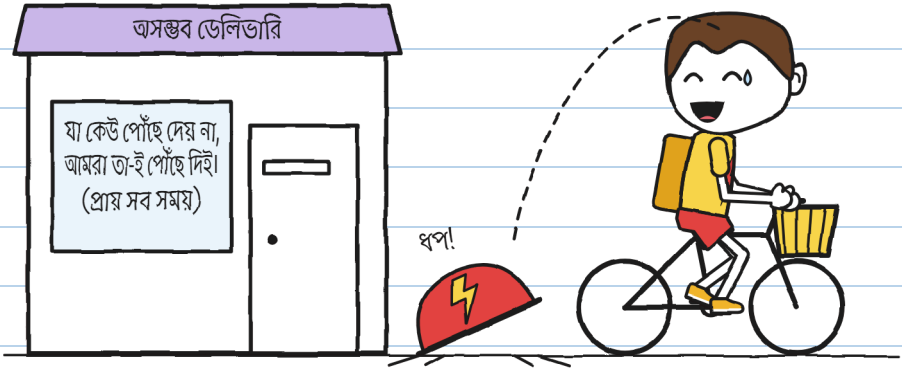


"আমরা যদি এটা ভোরের আগে পৌঁছে দিতে পারি," হুলিতা বলল, "মারা দেখবেন যে আমি ফেরত পার্সেলও পৌঁছে দিতে জানি।"

"আর যদি না পারি?"
"তাহলে ওটা নিজেই ফিরে আসবে, আর এখানে কিছুই ঘটেনি।"

আমার কাছে প্ল্যানটা দুর্দান্ত লাগল, অবশ্যই: তখনও আমি জানতাম না ভেতরে কী আছে।

সাইকেলের ঘণ্টি বাজল, আর দোকানের কাচের জানালায় দেখা গেল হেলমেট-পরা একটা ছেলেকে, পিঠে হলুদ ব্যাগ: বিজলি ডেলিভারি। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।

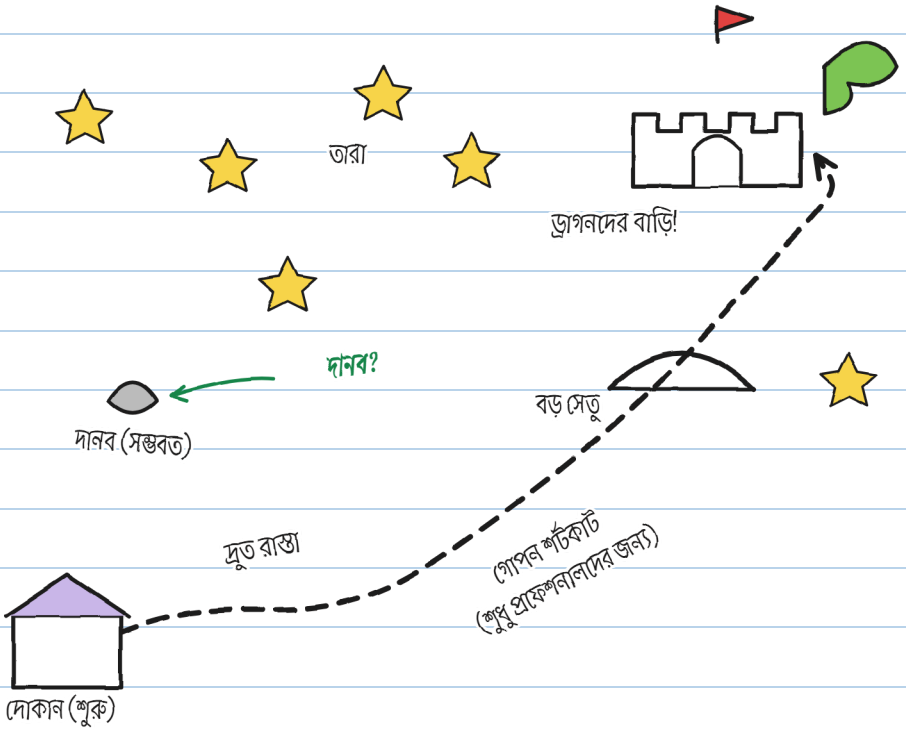


"অসম্ভব ডেলিভারি?" সে বলল। "এখানে একমাত্র অসম্ভব ব্যাপার হলো, তোমরা কিছু পৌঁছে দেবে।"

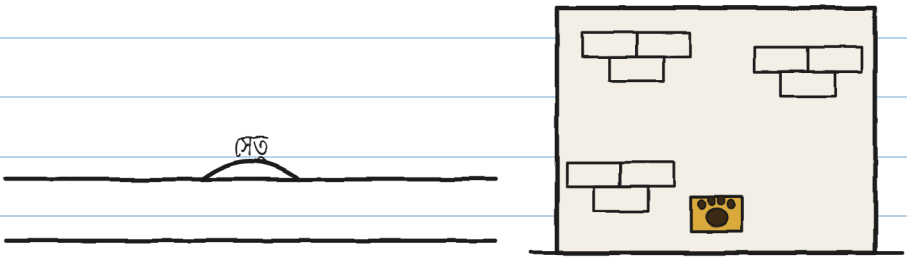
তোনিও। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।

"তাহলে আজ আমরা এটাই পৌঁছে দেব," হুলিতা বলল। তোনিও "ড্রাগনদের বাড়ি" পড়ে এত হাসল যে হেলমেটটা পড়ে গেল।

আমি ডেলিভারির একটা ম্যাপ আঁকলাম, কারণ প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয়রা ম্যাপ আঁকে।



তারাগুলো রাস্তার ওপর নেই।



৭, খাল রোড

৭, খাল রোড কোনো বাড়ি ছিল না। ছিল একটা দেয়াল।

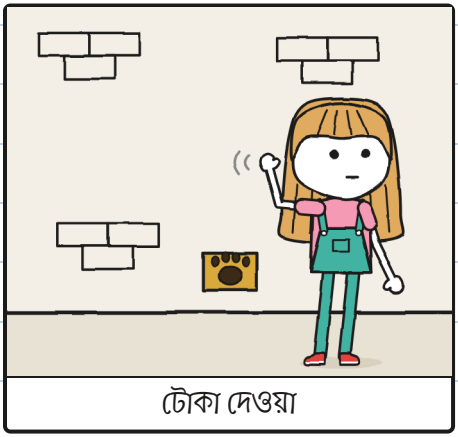
মসৃণ একটা দেয়াল, দরজা নেই, জানালা নেই, শুধু একদম নিচে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে, একটা পিতলের ফলক, তাতে অদ্ভুত আকারের একটা ফোকর।



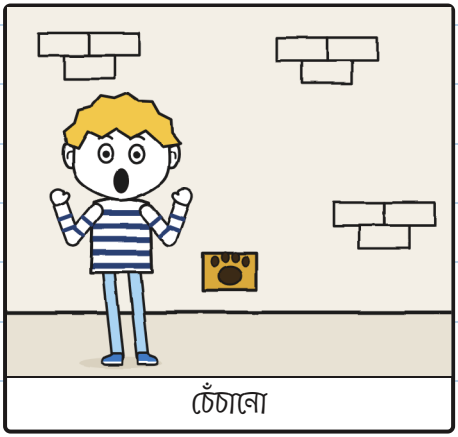
পিতলের ফলক

"হয়তো এটা ডাকবাক্স," আমি বললাম। কিন্তু পার্সেলটা ঢুকল না।

আমরা দেয়ালটাকে নিয়ে সবরকম চেষ্টা করলাম:



টোকা দেওয়া



চেঁচানো



ওপর দিয়ে উঁকি



হাল ছাড়া

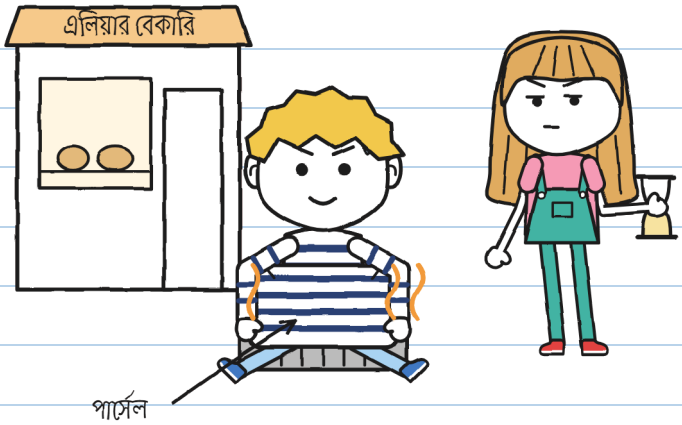
পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে এক মহিলা আমাদের দেখছিলেন, জেরানিয়াম গাছে জল দিতে দিতে।

"ওই পার্সেলটা বছরের পর বছর ধরে আসছে," তিনি বললেন। "আর সবসময় যেমন আসে, তেমনই ফিরে যায়।"

ঠান্ডা পড়েছিল, আর হুলিতা আবার লেবেলটা পড়ল।
"লেখা আছে 'গরম রাখুন', অথচ এটা বছরের পর বছর বরফ-ঠান্ডা একটা তাকে পড়ে আছে।"

আমি তো নতুন। কোনো কিছুতে "গরম রাখুন" লেখা থাকলে আমি সেটা গরম রাখি।

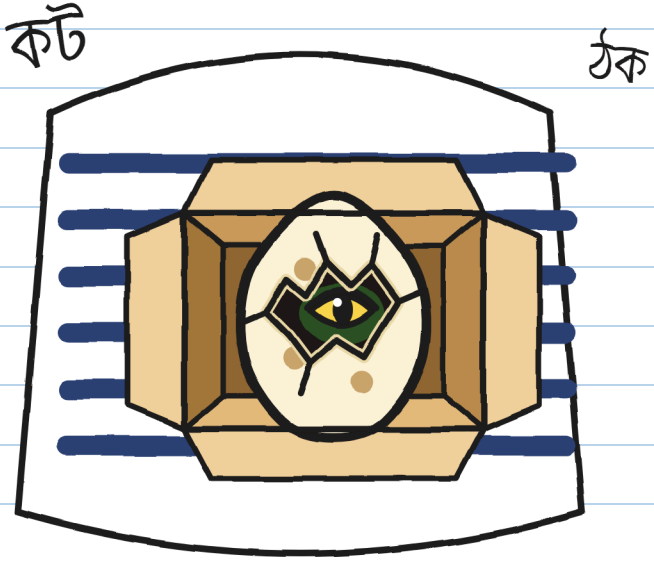
আমি পার্সেলটা সোয়েটারের নিচে ঢুকিয়ে নিলাম, আমরা আবার বড় সেতু পার হলাম, আর আমি বসলাম এলিয়ার বেকারির গ্রিলের ওপর, যেখান দিয়ে ওভেনের হাওয়া বেরোয়।



তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পোয়াতি ডাকবাক্স।

আমরা অনেকক্ষণ এভাবে বসে রইলাম, চারদিকে পাউরুটির গন্ধ, আর আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। তখন পেটে কিছু একটা আলতো ধাক্কা দিল: ঠক।

"ওটা কি তোমার পেট?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার পেট ঠক করে না।"



আর পার্সেলটা আমার দিকে তাকাল।

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এ পাতা একই, ছবিও একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1

হাঁচ্চো, ড্রাগন ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচে!

সাইজ XS · A1

আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম। ও ছোট্ট আগুনের শিখা হাঁচল। শিখায় লেবেলের কোণ পুড়ল।

সাইজ S · A2

আমি হাঁচি দিলাম, সাধারণ হাঁচি। ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরোল। শিখাটা লেবেলের একটা কোণ পুড়িয়ে দিল। তারপর ছানাটা সেই কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ M · B1

আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম, কিন্তু ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা পুড়িয়ে দিল। তারপর ও পোড়া কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ L · B2

আমি সাধারণ হাঁচি দিলাম; আর ও হাঁচি দিতেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে লেবেলের কোণটা ঝলসে দিল, আর তারপর, দিব্যি নির্বিকার ভঙ্গিতে, ও সেই ঝলসানো কোণটা খেয়ে ফেলল।

সাইজ XL · B2–C1

সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। গল্পটা একই। –হু.

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো: linguaula.com